১৭-০৪-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - উঁচু পদ পেতে হলে আত্মার মধ্যে জ্ঞানের পেট্রোল ভরতে থাকো, ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো, শ্রীমতের বিপরীতে কোনো কাজ করো না।"

প্রশ্ন:- বাবা প্রত্যেক বাচ্চার জন্ম পঞ্জিকা জানা সত্ত্বেও শোনান না কেন ?

উত্তর:- কারণ বাবা বলেন - আমি হলাম শিক্ষক, আমার কাজ হল তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দিয়ে শোধরানো। এছাড়া তোমাদের অন্তরে কি আছে সেটা আমি শোনাব না। আমি তো আত্মাকে ইনজেকশন দিতে এসেছি, শারীরিক অসুখ ঠিক করার জন্য আসিনি।

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা এখন কোন্ কথাতে আর ভয় পাওনা এবং কেন?

উত্তর:- তোমরা এখন এই পুরাতন শরীর ত্যাগ করতে আর ভয় পাওনা। কারণ তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী। এই পুরাতন শরীর যদি চলেও যায় আমাদের তো এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমরা হলাম অশরীরী আত্মা। কিন্তু এই শরীরে থেকেই বাবার থেকে জ্ঞান-অমৃত পান করছি, তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন চিরঞ্জিবী হও, সেবাধারী হলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে।

গীত:- শৈশবের দিনগুলি ভুলে যেওনা...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গান শুনল। যাদেরকে এখন মাম্মা-বাবা বলো তাদেরকে ভুলে যেওনা। এই গানটা যারা বানিয়েছে তারা তো এর অর্থ বোঝেনা। তাদের তো এই নিশ্চয়টাই নেই যে আমরা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য সেই পরমপিতা পরমাত্মাকেই আসতে হয়, কত শ্রেষ্ঠ সেবা তিনি করতে আসেন। কিন্তু ওঁনার কোনো অভিমান নেই, ওঁনাকে নিরহংকারী বলা হয়। তাঁর ক্ষেত্রে নিশ্চয়বুদ্ধি বা দেহী-অভিমানী হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই কারণ তিনি কখনো সংশয়বুদ্ধি কিংবা দেহ-অভিমানী হন না। মানুষর দেহ-অভিমানী হয়, তাই পুনরায় দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। কত পার্থক্য। একদিকে তাঁকে পতিত-পাবন বলে স্মরণ করে, আবার অন্যদিকে বলে দেয় যে সবকিছুর মধ্যেই পরমাত্মা আছেন। এদেরকে গিয়ে বোঝাও। বাবাকে দেখো কোথা থেকে এসেছেন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্য। যার পুরো নিশ্চয়বুদ্ধি হয়েছে সে বলবে বরাবর আপনিই আমাদের মাতা-পিতা, আমরা আপনার শ্রীমৎ অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠ দেবতা হওয়ার জন্য এখানে এসেছি। পরমাত্মা তো সর্বদা পবিত্রই থাকেন। তাঁকে আহ্বান করে - পতিত দুনিয়াতে এসো। তাহলে অবশ্যই তাকে পতিত শরীরেই আসতে হবে। পতিত দুনিয়াতে শরীর তো পবিত্র হয় না। তাহলে দেখো বাবা কত নিরহংকারী, তাঁকে পতিত শরীরে আসতে হয়। আমরা আমাদেরকে সম্পূর্ণ বলতে পারিনা, আমরা তো এখন সম্পূর্ণ হচ্ছি। তাই বেহদের বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন শ্রীমৎ অনুসারে চলো। বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন - ভোরবেলা উঠে স্মরণ করলে পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে পাপ ভস্ম হবেনা, এইরকম বাঁদরের মতোই থেকে যাবে। তারপর খুব কড়া শাস্তি খেতে হবে। জানোয়াররা তো শাস্তি পায়না। শাস্তি তো মানুষদের জন্যই। যদি কোনো ষাঁড় কাউকে মেরে দেয় আর সে যদি মরেও যায় তাহলে কি ওই ষাঁড়কে জেলে ঢোকানো হবে? কিন্তু মানুষকে

তো সঙ্গে সঙ্গে জেলে ঢুকিয়ে দেবে। বাবা বোঝাচ্ছেন এখন মানুষ তো পশুর থেকেও অধম হয়ে গেছে। এই মানুষকেই আবার দেবতা হতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণও গীতার জ্ঞান জানত না। সেখানে এই জ্ঞানের প্রয়োজনই নেই কারণ রচয়িতা হলেন বাবা। সেখানে কেউ ত্রিকালদর্শী থাকেনা। এখন তো লোকেরা ত্রিকালদর্শী না হয়েও নিজেকে ভগবান বলে দেয়। তাই বড় বড় অক্ষরে লিখে দাও যে গীতার ভগবান হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, কৃষ্ণ নয়। এই মুখ্য ভুলটাই কারোর বুদ্ধিতে বসেনা আর বাচ্চারাও কারোর বুদ্ধিতে বসায় না। এটা ভুলে গেছে যে ভারতই স্বর্গ ছিল। কল্পের আয়ুকেই লাখ বছর বলে দিয়েছে, তাই কোনো পুরাতন জিনিস মিললে সেটার বয়সও লাখ বছর বলে দেয়। কখনও কেউ কেউ এটা বলেও যে যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর আগে ভারতে স্বর্গ ছিল। তোমরা জান যে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম। মায়া একেবারে কড়ির মতো বানিয়ে দিয়েছে, কোনো মূল্যই নেই। তাই এখন তোমাদেরকেও এই ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কখনও এমন কোনো কাজ করো না যার জন্য তোমাদেরকেও বলতে হবে যে তোমরা হলে বাঁদরের মত। আমি কত দূরদেশ থেকে আসি তোমাদের ময়লা কাপড় সাফ করার জন্য। তোমরা আত্মারা একেবারে ময়লা হয়ে গেছ। এখন আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের জ্যোতি জেগে যাবে। জ্ঞানের পেট্রোল ভরতে থাকো। তাহলে ওখানেও কোনো পদ পেয়ে যাবে। ওখানে গিয়ে দাস-দাসী হলে সেটা তো ভালো হবে না। এটা যেহেতু রাজযোগ তাই পদও উঁচু পাওয়া উচিৎ। যদি ওখানে গিয়ে দাস-দাসী হও তাহলে ভগবানের কাছ থেকে কি উত্তরাধিকার পেলে? কিছুই না। বাবাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারবেন। ইশারাতে কাজ করতে হবে, যে বলার আগে কাজ করে সে দেবতা আর যে বলার পরে করে সে হল মানুষ। তোমারা এখন দেবতা হওয়ার শ্রীমৎ পাচ্ছ। বাবা, যিনি তোমাদেরকে এত শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছেন, তিনি বলছেন বড় বড় অক্ষরে বোর্ড লিখে প্রদর্শনীতে টাঙিয়ে দাও। তাহলে সকলের চোখ খুলবে যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান নয়, সে তো পুনর্জন্ম নেয়। সবাই ভাবে যে কৃষ্ণ জন্ম-মরণে আসেনা, তাকে ডাকলেই সে হাজির হয়ে যায়। হনুমানের পূজারীরাও বলবে হনুমানকে ডাকলে হনুমানও হাজির হয়ে যায়। এখানে তো কেবল বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার নিতে হবে। *গীতার ভগবান আমাদের হীরেতুল্য বানাচ্ছেন। তাঁর নাম বদল করে দেওয়ার জন্যই ভারতের আজ এই অবস্থা হয়েছে। এই কথাটা এখনো এতটা জোর দিয়ে বোঝানো হয়নি*। জ্ঞানের সাগর তো একজনই। তিনিই হলেন পতিত-পাবন। দুনিয়ার লোকেরা গঙ্গাকে পতিত-পাবনী বলে। কিন্তু গঙ্গা তো সাগর থেকেই উৎপন্ন হয়, তাহলে সাগরে গিয়ে কেন স্নান করেনা। ওদেরকে বোঝানোর জন্য তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যে পরীর মত গুন থাকতে হবে। সবাইকে বোঝাতে হবে যে আমরা তো বাবারই মহিমা করছি। নিরাকার পরমাত্মাকে তো সকলেই মানে। কিন্তু তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। বলে যে, হে রাম, হে পরমাত্মা। মালাও জপ করে। মালার উপরে আছে ফুল, এর অর্থও বোঝেনা। ফুলের পরে থাকে যুগল দানা। যেটা মাতা-পিতা অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গের প্রতীক। সৃষ্টি রচনা করার অবশ্যই মাতা-পিতার প্রয়োজন। পরমাত্মা এঁনার দ্বারাই বসে আমাদেরকে যোগ্য বানান এবং পরবর্তী কালে এই মালাই জপ করা হয়। পরমাত্মা এবং আত্মার রূপ কেমন সেটাও জানেনা। তোমরা নতুন কথা শুনছ, পরমাত্মা হলেন এক ছোট বিন্দু। কতই না আশ্চর্যের - এত ছোট বিন্দুকে কেউ জ্ঞানের সাগর বলে মানবে? তারা কোনো মানুষকে জ্ঞানের সাগর বলে মানে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো মানুষই মানুষকে জ্ঞান দেয় - যার ফলে দুর্গতি হয়েছে। এখানে তো ভগবান স্বয়ং এসে জ্ঞান দিয়ে সদগতি করাচ্ছেন অর্থাৎ রাজাদের রাজা বানাচ্ছেন। তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাও। আত্মা হল ছোট বিন্দু, অতি সূক্ষ্ম। তাহলে বাবাও তো এইরকমই হবেন, তাই না? কিন্তু তিনি কত বড় অথরিটি । কিভাবে পতিত দুনিয়াতে এবং পতিত

শরীরে এসে আমাদেরকে পড়ান। দুনিয়ার লোক এইসব কথা জানেইনা। তারা তো উল্টো ভাবে ঝুলে আছে। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন, যে আমার মত অনুসারে চলবে সেই স্বর্গের মালিক হবে। এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা আত্মারা হলাম অশরীরী। এখন ফেরত যেতে হবে। এই পুরাতন শরীরটা যদি চলে যায় তো যাক। তবে বাবা যেহেতু জ্ঞান অমৃত দিচ্ছেন তাই চিরঞ্জিবী হও। যে সেবাধারী হবে তার আয়ু বাড়বে। প্রদর্শনীতে অনেক সেবা হবে, অনেক উন্নতি হবে। কৃষ্ণের মহিমা এবং পরমাত্মার মহিমার মধ্যে অনেক পার্থক্য। বাবা বলছেন, তোমরা স্বর্গে পবিত্র ছিলে। এখন কিভাবে পতিত হয়ে গেছ সেটা তো জানতে হবে, তাই না? বাবা এসে পাথর বুদ্ধিকে পরশ বুদ্ধি বানান।

কাউকে মন-বচন ও কর্মে দুঃখ দেওয়া ঈশ্বরীয় সন্তানদের জন্য অনুচিত। বাবা বলছেন, কাউকে দুঃখ দিলে মহান দুঃখী হয়ে মরতে হবে । সর্বদা সকলকে সুখ দেওয়া উচিত। ঘরে অতিথি আসলে অনেক সেবা করা হয়। এ হল পুরাতন শরীর, কর্মফল ভোগ এবং হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে, এতে ভয় পেলে চলবে না। নাহলে আবার শাস্তি খেতে হবে। খুব মিষ্টি হতে হবে। বাবা কত ভালোবেসে বোঝান। *উপার্জনের সময়ে কখনও হাই তোলা বা ঢুলে পড়া উচিৎ নয়*। বাবা বলছেন, আমাকে স্মরণ করলে তুমি সদাকালের জন্য নিরোগী হয়ে যাবে। তোমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি, তাই আর কোনো কুকর্ম করো না। এমন অনেক চিন্তা আসবে যে অমুক জিনিসটা নিয়ে খেয়ে নিই, এটা তো জড়িয়ে নিই। বাবা তো বাচ্চাদের জীবনপঞ্জী জানেন, তাই চাল-চলন ভালো করতে হবে। বাবা বলছেন, আমি সকলের জীবনপঞ্জী জানি। কিন্তু আমি কি প্রত্যেককে বসে বসে শোনাব যে তোমার অন্তরে কি আছে ! আমার কাজ হল শিক্ষা দেওয়া। আমি তো শিক্ষক। এমন নয় যে বাবা তো জানেন, তিনি নিজের থেকেই আমাদের ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন। বাবা বলেন, অসুখ হলে ডাক্তারের কাছে যাও। তবে সব থেকে ভাল ওষুধ হল যোগ। কিন্তু আমি কি কোনো ডাক্তার যে বসে বসে ওষুধ দেব। এমন নয় যে বাবা তো সমর্থ, তাহলে আমাদের অসুখকে কেন ভালো করবেন না। না, বাবা তো পতিতকে পবিত্র বানাতে এসেছেন। আচ্ছা -

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) মন-বচন এবং কর্মের দ্বারা কখনও কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। কর্ম-ভোগকে ভয় পেলে চলবে না। খুশিতে থেকে পুরাতন হিসাবপত্র সমাপ্ত করতে হবে।

২) সংকল্পের বশীভূত হয়ে কোনো কুকর্ম করা উচিত নয়। ভালো আচরণ ধারণ করতে হবে। দেবতা হওয়ার জন্য প্রত্যেক কথা ইশরাতে বুঝে নিয়ে করতে হবে, কাউকে যেন বলে দিতে না হয়।

বরদান:- যোগের প্রয়োগ দ্বারা প্রত্যেক খাজানাকে বৃদ্ধি করে সফল তপস্বী হও।

বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল খাজানার ওপর যোগের প্রয়োগ করো। খাজানার খরচ যেন কম হয় কিন্তু প্রাপ্তি বেশি হয়। সাধারণ ব্যক্তি যে কাজে ২-৪ মিনিট ভাবার পর সফল হয় সেটা তুমি ১-

২ সেকেন্ডে করে নাও। কম সময়ে, কম সংকল্প ব্যয়ে যদি বেশি ফল পাওয়া যায় তাহলেই তাকে যোগের প্রয়োগ করতে সমর্থ সফল তপস্বী বলা যাবে।

স্লোগান:- নিজের আদি, অনাদি স্বভাব-সংস্কারকে স্মরণে রেখে সর্বদা অচল থাকো।